গল্পে গল্পে হাদীস শিখি

প্রফেসর ড. এম. ইয়াসার কানদেমীর

ভাষান্তরে
মাও. মিজানুর রহমান ফকির

সম্পাদনায়
আবদুল্লাহ মজুমদার

গল্পে গল্পে হাদীস শিখি

মূল: প্রফেসর ড. এম. ইয়াসার কানদেমীর

অনুবাদক: মাও. মিজানুর রহমান ফকির

সম্পাদনায়: আব্দুল্লাহ মজুমদার

প্রকাশনায়:
কাশফুল প্রকাশনী
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন +৮৮ ০১৭৩১০১০৭৪০,
+৮৮ ০১৯১৮৮০০৮৪৯।

প্রকাশকাল: মার্চ ২০২১ ইং

অনলাইন পরিবেশনায় :
www.rokomari.com, www.wafilife.com

ISBN : 9789849502609

প্রচ্ছদ ও ইনারসজ্জা:
বর্ণমালা গ্রাফিক্স, ভাটারা, ঢাকা। ০১৭১৫-৭৬৪৯৯৩

সার্বিক সহযোগিতায়:
কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার ইনিশিয়েটিভ
৩৯/১, মাদানী গার্ডেন (মাদ্‌রাসা রোড) উত্তর আউচপাড়া,
টঙ্গী, গাজীপুর, ফোন: +৮৮ ০১৫৭৫৫৪৭৯৯৯

হাদিয়া : ২২০ (দুইশত বিশ) টাকা

GOLPE GOLPE HADITH SHIKHI Translated by MAWLANA MIZANUR RAHMAN FAKIR. Published by Kashful prokashoni. 34 Northbrok hall road, Madrasah Market (2nd flour) Bangla Bazar, Dhaka-1100, Mobile : +8801731010740, E-mail: kashfulprokashoni@gmail.com.

যিনি সকল
ক্ষমতার আধার,
বিপদাপদ ও
দুঃখ-কষ্টে
বান্দাকে দেন
আশ্রয়। সেই
মহামহিম আল্লাহর
জন্য এই ছোট্ট
কর্মটি উৎসর্গিত।

“আমাদের শিশু আমাদের ভবিষ্যৎ, আগামী দিনের দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তাদেরকে ঘিরেই আমাদের আগামীর সোনালী স্বপ্ন। শিশুর এ বয়সটা থাকে কাঁচা মাটির মতোই। কাঁচা মাটির এ বয়সটাকে বাবা-মায়ের মতো জীবন শিল্পীরা যা গড়তে চান তা-ই গড়তে পারেন। তাই তাদের যদি সুন্দর করে মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা যায়; তাহলে ভবিষ্যৎ পৃথিবী হবে আরও সুন্দর। তাই আজকের এই শিশুটিকে নিয়ে ভাবনার কোনো অন্ত নেই। বাবা-মা থেকে শুরু করে দেশের বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ এবং দেশের সর্বোচ্চ নেতাকর্মী পর্যন্ত তাদের নিয়ে ভাবেন। তাদেরকে যোগ্য, কর্মঠ ও নীতিবান নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে অক্লান্ত চেষ্টা ও অবিরাম পরিশ্রম চালিয়ে যান।”

প্রকাশকের কথা.....

যথোপযুক্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যই। আর দুরূদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম এর উপর, যিনি উম্মতের কল্যাণে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করেছেন।

তিনি শিশুদেরকে ভালোবাসতেন এবং তাদেরকে সময় দিতেন। তাই কীভাবে শিশুদেরকে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড় তুলব সেটাই আমাদের ভাবনার বিষয়। বিশেষ করে শিশুরা গল্পের বই পড়তে বেশি পছন্দ করে থাকে। তাই আমাদের বাচ্চাদের কী ধরনের গল্পের বই পড়তে দিব, কোন ধরনের বই আমাদের বাচ্চাদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সহযোগিতা করবে সে চিন্তা থেকেই শিশুদের উপযোগী একটি বই প্রকাশের ইচ্ছে বহুদিনের।

দেখতে দেখতে, প্রফেসর ড. এম. ইয়াসার কানদেমীর 40 HADITHS FOR CHILDREN WITH STORIES বইটি হাতে পরে। চমৎকার উপস্থাপনা এবং হাদীসের সাথে গল্পের শিক্ষা আমাকে খুবই মুগ্ধ করে।

আশা করি বইটি শিশুদের গল্প পড়ার ইচ্ছা পূরণ হবে এবং পাশাপাশি তারা দীনের সঠিক শিক্ষা পাবে।

পরিশেষে যাদের কথা না বললেই নয়, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বইটি প্রকাশ করতে পেরেছি, অনুবাদক- মাও. মিজানুর রহমান ফকির, সম্পাদক- আবদুল্লাহ মজুমদার। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি মুফতি সাইফুল ইসলাম ভাই এর প্রতি। যিনি ভাষা সম্পাদনা ও পৃষ্ঠাসজ্জায় সময় দিয়ে এর মান আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। দোয়া করি, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। মানুষ হিসেবে আমরা ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে নই। তাই সম্মানতি পাঠক মহোদয়ের নিকট আবেদন, গ্রন্থটিতে কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমাদের অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দিব -ইনশাআল্লাহ।

মা'য়াসসালাম

আমজাদ হোসেন

সম্পাদকের কথা.....

اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى حَبِيْبِنَا الْكَرِيْمِ، أَمَّا بَعْدُ...

সকল প্রসংশা মহান আল্লাহর জন্য, অসংখ্য সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রাণ প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যিনি আমাদের জন্য এক অনুপম জীবনাদর্শ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الاحزاب: ٢١] "তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।" [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১] তিনি একজন আদর্শ শিশু, নিষ্ঠাবান তরুণ, দায়িত্বশীল বৃদ্ধ, রক্ষণশীল পিতা এবং নীতিবান স্বামীর মূর্তমান প্রতীক। তার জীবনচরিতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাদের সকলের নয়নাভিরাম আদর্শ।

হাটি হাটি, পা পা করে আজকে যে শিশুটি মাত্র দু' এক কদম হাঁটতে শিখেছে। সে-ই একদিন হবে আগামীর ভবিষ্যৎ। দেশ ও দশের নের্তৃত্বের হাল ধরবে সেই। সেজন্যই যুগে যুগে রচিত হয়েছে বহু শিশুতোষ গ্রন্থ। শিশুমন বড় কোমল। তাদের হৃদয়তটের উর্বর ভূমিতে যে বীজ রোপন করা হবে তাই উৎপন্ন হবে। শিশুমনে রূপিত সেই আদর্শই সারা জীবন তার জীবনে প্রতিধ্বনিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিকেই ইঙ্গিত প্রদান করে বলেন, "প্রতিটি সন্তানই ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাদেরকে ইয়াহূদী বা খৃস্টান বানায়। যেভাবে উট পূর্ণাঙ্গ পশুই জন্ম দেয়, তাতে তোমরা কোনো কান কাটা দেখো কি?" [আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭১৪] শিশু দীক্ষার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এবং আদর্শ ছিল অনন্য ও অভূতপূর্ব। বিভিন্ন গ্রন্থে হাদীসের ছত্রে ছত্রে মুক্তার মতো বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে সেই আদর্শগুলো।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে লেখক সেই বিক্ষিপ্ত শিশু দীক্ষাগুলোকে সুনিপুণ কায়দায় শিশুখাদ্যরূপে সংকলন করেছেন। আমার বিশ্বাস বইটি শিশুকে ধার্মিক ও নীতিবান নাগরিক রূপে গড়ে তুলতে বেশ ভূমিকা রাখবে। বইটি অনুবাদ করেছেন তরুণ আলেম মাও. মিজানুর রহমান ফকির। তার অনুবাদও বেশ সহজপাঠ্য। গ্রন্থকারের আবেদন তাতে রক্ষিত হয়েছে। বইটির সম্পাদনা করে আমার খুব ভালো লেগেছে। দোয়া করি আগামীর ভবিষ্যৎ শিশুকে ছোট্ট কলেবরের এই গ্রন্থটির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা উপকৃত করুন এবং আমাদের সবার পরকালীন মুক্তির একটি মাধ্যম বানিয়ে দিন। আমীন!

আবদুল্লাহ মজুমদার

অনুবাদকের কথা...

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ..

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে অগণিত নি'আমত দান করেছেন। এসব নি'আমতের মধ্যে সুসন্তান হচ্ছে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নি'আমত।

আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তান-সন্ততি তথা শিশু-কিশোরদের ভালোবাসতেন ও স্নেহ করতেন। নিষ্পাপ শিশু-কিশোরদের মন খুবই সরল, কোমল ও পবিত্র।

একটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ তার জীবনের প্রথম ধাপ থেকেই শুরু হয়। উপযুক্ত পরিবেশ, পরিবারের আচরণ, ভাষার সঠিক ব্যবহার, প্রতিবেশীর মনোভাব ইত্যাদি একটি শিশুর বিকাশের অন্যতম উপাদান। শিশু যখন তার চারপাশ থেকে কিছু না কিছু শিখে তখন থেকেই তার বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ হতে থাকে। শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ অবারিত করে রাখা আমাদের কর্তব্য। এই জায়গায় যদি শিশুর অভিভাবক উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হন তাহলে শিশুর জীবনে এর সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়তে থাকে। ফলে পরিণত বয়সে এই শিশুটি লক্ষচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশি।

তাই আমাদের শিশু আমাদেরই ভবিষ্যৎ, আগামী দিনের দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তাদেরকে ঘিরেই আমাদের আগামীর সোনালী স্বপ্ন। কাঁচা মাটির এ বয়সটাকে বাবা-মায়ের মতো জীবন শিল্পীরা যা গড়তে চান তা-ই গড়তে পারেন। তাই তাদের যদি সুন্দর করে মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা যায়; তাহলে ভবিষ্যৎ পৃথিবী হবে আরও সুন্দর ও বৈচিত্রময়।

গল্পের বই পড়তে কে না ভালোবাসে? বড় থেকে ছোট সবাই গল্পের বইয়ের প্রতি এতটাই দুর্বল যে, যেখানেই গল্পের বই পাওয়া যায় সে-ই বইটা হাতে নিয়ে পড়া শুরু করে দেয়। গল্পে আছে এক ধরনের জাদু। যত শুনবে ততই নিজের অনুভূতি দিয়ে নতুন কিছু গড়ে তোলার তাগিদ খুঁজে পাবে, বিশেষ

সূচিপত্র

পাখির দল : ১৩
কাঁটা : ১৫
কোট/জামা : ১৭
আয়না : ১৯
ঘৃণ্যবালক : ২১
ভূত : ২৪
জান্নাতের প্রতিবেশী : ২৬
দাঁতের ঔষধঃ ২৯
মানিব্যাগ : ৩১
বিষ : ৩৪
বেল্ট বা কোমরবন্ধ : ৩৬
রাগ/ক্রোধ : ৩৮
প্রতিযোগিতা : ৪০
স্বর্ণ : ৪২
চোর : ৪৪
খাদ্যের টুকরোঃ ৪৬
টাকা : ৪৮
মধ্যস্থতাকারী : ৫০
লুকোচুরি খেলা : ৫২
আনন্দ নষ্ট করা : ৫৪
চেরি গাছ : ৫৬
সাহসী ছেলে : ৫৮
ছাগল ছানা : ৬০
মেধাবী ছেলে : ৬২
প্লাস্টিকের প্লেট : ৬৪
ঝর্ণা কলম : ৬৬
একজন মিথ্যাবাদী : ৬৮
বাদামগাছ : ৭১
প্রতিধ্বনি : ৭৩
পাউরুটি : ৭৫
কৃপণ : ৭৭
জুতা : ৭৯
গাড়ী : ৮১
স্মোক ঘোড়া : ৮৪
রোদে শুকানো ইট : ৮৭
অতিথি : ৯০
কাঠুরিয়া : ৯২
রক্তাক্ত ফাইল : ৯৫
কুকুর : ৯৮
হলুদ রঙয়ের গাভী : ১০০

“আল্লাহ আপনাকে বুঝ দান করুন! আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে, উড়ে চলা ঐ পাখিগুলোকে আপনি ধরতে পারবেন?”

শিকারী জবাবে বললো:

“জালে (ফাঁদে) যদি মাত্র একটি পাখি থাকত তাহলে আমি কখনও তা ধরার আশা করতাম না। কিন্তু ওখানে অনেকগুলো পাখি। সুতরাং অপেক্ষা করে দেখতে থাকুন; অবশ্যই আমি এগুলো ধরবে ফেলবো।”

শিকারী ঠিকই বলেছিল; কারণ যখন রাত নেমে আসলো, আর পাখিগুলো তাদের নিজ নিজ বাসায় ফেরত যেতে চাইলো তখন কেউ যেতে চাইলো জঙ্গলের দিকে, কেউবা জলাশয়ে, আবার কেউবা পাহাড়ে কিংবা ঝোপঝাড়ে। সুতরাং তাদের কেউ-ই সফল হলো না। ফলাফল যা হওয়ার তাই হলো। জালসহ সবগুলো পাখিই নিচে পড়ে গেল। আর অমনি শিকারী তার জাল ধরে ফেললো, সাথে সবগুলো পাখিও।

বেচারা পাখি, ওরা কতই না বোকা! যদি তারা আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিম্নের এই বাণীটি জানতো তাহলে তারা কখনই বিশৃঙ্খল হতো না এবং তারা (এদিক-ওদিক না গিয়ে) একই দিকে উড়ে যেতো। ফলে তারা শিকারীর হাতে ধরাও পড়তো না:

«فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ». [رواه النسائي]

[Do not separate from one another! The lamb that abandons its herd will be eaten by the wolf.]

“অতএব, তোমরা দলবদ্ধতাকে অত্যাবশ্যকীয়রূপে গ্রহণ করো; কেননা নেকড়ে বাঘ (দল থেকে) বিচ্ছিন্ন ছাগলকে খেয়ে ফেলে।” [সুনান আন-নাসায়ী, হাদীস নং ৮৪৭]

বের করে দিয়েছিলাম। আর সেদিন থেকেই আমরা একে অপরের ভালো বন্ধু হয়ে যাই।”

উপস্থিত জনতার মনে এ ঘটনা স্পর্শ করলো। তারা মর্মাহত হলো। তারা সিংহ এবং ক্রীতদাস উভয়কে মুক্ত করে দিলো।

মুক্ত হয়ে সিংহটি জনতার সামনেই ক্রীতদাসকে এমনভাবে অনুসরণ করতে লাগলো যেন এটি তার পোষা বিড়াল।

প্রিয় পাঠক!

কতইনা যথার্থ আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বাণী:

«الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ». [رواه الترمذي]

[God shows his mercy to those who are merciful. Have compassion to creatures on earth so that those in heaven may have mercy upon you.]

“দয়াবান আল্লাহ তা‘আলা দয়ালুদের উপর দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। সুতরাং যারা যমীনে আছে তাদের প্রতি তোমরা দয়া প্রদর্শন কর, তাহলে যিনি আকাশে আছেন (আল্লাহ) তিনিও তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন।” [সুনান আত-তিরমিযী, হাদীস নং ১৯২৪]

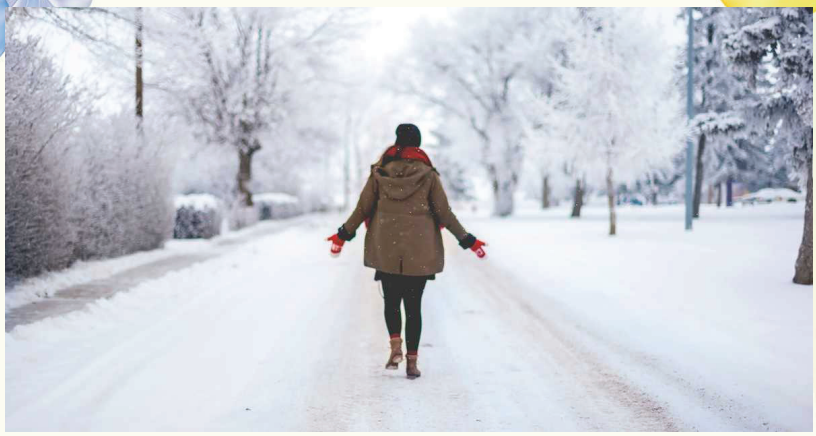

[০৩]

কোট/জামা
[THE COAT]

একবার আহমাদ নামে খুবই দুঃখী এক ব্যক্তি ছিলো। যুদ্ধের বছরগুলোতে সে তার মালিকানাধিন প্রায় সবকিছুই হারিয়ে ফেলে। সে একেবারেই নিঃস্ব এবং অসহায় হয়ে যায়। তার স্ত্রী মারা যায় এবং তার একমাত্র ছেলেকেও সে হারায়। সে জীবিকা নির্বাহের জন্য শহরে একটি চাকুরি করতো। এটা দিয়ে সে কোনো মতে চলতে পারতো। যখন শেষ পর্যন্ত তার শহরের চাকুরিটাও চলে গেলো; তখন সে উপায়ান্তর না পেয়ে কোনো এক পল্লী অঞ্চলে এসে রাখাল হিসেবে কাজ শুরু করে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলো।

একদিন, তার মেষগুলোকে যখন রাস্তার এক পার্শ্বে চরাচ্ছিল তখন সে দেখতে পেলো যে, একদল লোক একজন যুবককে শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। এই যুবকটি অবশ্যই তার (আহমাদের) চেয়ে আরো গরীব ছিলো। যুবকটি তার জীর্ণ-শীর্ণ পাতলা জ্যাকেটের নিচে কাঁপছিল। রাখাল আহমাদ এটা দেখে তাৎক্ষণিক তার নিজ শরীরের কোটটি খুলে যুবকের গায়ে পরিয়ে দিলো। আহমাদ এই কোটটি বেশ কয়েক বছর যাবৎ ব্যবহার করছিলো।

যুবকটি যখন হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করছিলো, ঠিক এমন সময় কে যেন তাকে 'বাবা' 'বাবা' বলে ডাক দিলো। সে খুব অবাক হয়ে পিছনে ফিরে তার দিকে তাকিয়ে রইল কিন্তু সে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকটিকে কোনোক্রমেই চিনতে পারল না। যে যুবকটি তাকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করেছিল সেও লোকটিকে দেখে অবাক হলো।

বিনয়ের সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা করে যুবকটি বলল: "আমি দুঃখিত জনাব, আমি আপনার পরনে কোটটি দেখে ভুল করে ফেলেছি। কারণ, এমন একটি কোট আমার বাবার ছিল যাকে আমি বিগত কয়েক বছর ধরে দেখিনি। আমি ভেবেছিলাম যে, আপনি আমার বাবা।"

অসুস্থ যুবকটি তাকে জিজ্ঞাসা করল: "কে তোমার বাবা?" কিছুক্ষণ কথা বলার পর সে বুঝতে পারল যে, এ যুবকটিই রাখাল আহমাদের হারানো সেই ছেলে। তখন অসুস্থতার সুরে যুবকটিকে বলল: "তুমি ভুল করনি। এ কোটটি আসলেই তোমার বাবার।"

হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নেয়ার পর তারা উভয়ই গ্রামের বাড়িতে ফিরে গেলো। কোটের বিনিময়ে আহমাদ ফিরে পেল তার হারানো ছেলেকে।

সুতরাং দেখুন, কতইনা সত্য আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বাণী:

«إِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا». [رواه البخاري]

[Every kindness will be rewarded tenfold.]

"নিশ্চয় প্রত্যেক সৎকাজের পুরুস্কার তার দশগুণ।" [সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নং ১৯৭৬]